রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০২৬ সনের ২৯ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ১৬, ২০২৬

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৭৫—৫৯৩
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮৪৯—৮৭১
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭২৯—৭৭২
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	১৫
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়

মানব সম্পদ শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৩ আষাঢ় ১৪৩৩/১৭ জুন ২০২৬

নং **১১.০০.০০০০.০০০.৮০৩.১২.০০০৩.২৬.৪৯৬**—সংসদ সচিবালয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯৪ (২০২১ সালের অক্টোবর পর্যন্ত সংশোধিত) এর ৫(১)(ক) বিধি অনুযায়ী পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত মাননীয় স্পীকার নিম্নবর্ণিত ০৭ (সাত) জন মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের **'ঊর্ধ্বতন বাছাই কমিটি'** পুনর্গঠন করেছেন:

ক্র. নং	মাননীয় সংসদ সদস্যগণের নাম ও নির্বাচনী এলাকা	কমিটিতে পদবি
১.	জনাব এ. বি. এম আশরাফ উদ্দিন (নিজান), এমপি, ২৭৭ লক্ষ্মীপুর-৪	সভাপতি
২.	জনাব মুশফিকুর রহমান, এমপি, ২৪৬ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪	সদস্য
৩.	জনাব সরওয়ার জামাল নিজাম, এমপি, ২৯০ চট্টগ্রাম-১৩	সদস্য
৪.	ড. মুহাম্মদ ওসমান ফারুক, এমপি, ১৬৪ কিশোরগঞ্জ-৩	সদস্য

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

ক্র. নং	মাননীয় সংসদ সদস্যগণের নাম ও নির্বাচনী এলাকা	কমিটিতে পদবি
৫.	জনাব শাহজাহান চৌধুরী, এমপি, ২৯২ চট্টগ্রাম-১৫	সদস্য
৬.	জনাব আতিকুর রহমান মোজাহিদ, এমপি, ২৬ কুড়িগ্রাম-২	সদস্য
৭.	জনাব সানসিলা জেবরিন, এমপি, ৩১৫ মহিলা আসন-১৫	সদস্য

০২। **কমিটির কর্মপরিধিঃ**

এই কমিটি সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব ও উহার সমপদমর্যাদা সম্পন্ন পদসমূহে পদোন্নতির বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করবে।

০৩। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিব ঊর্ধ্বতন বাছাই কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবেন।

০৪। ঊর্ধ্বতন বাছাই কমিটি গঠন সংক্রান্ত গত **৩১** জ্যৈষ্ঠ **১৪৩১** বঙ্গাব্দ/**১৪** জুন **২০২৪** খ্রিষ্টাব্দ তারিখের **১১.০০.০০০০.০০০.৮০৩.** ০৬.০৩৫.২৪.৪৫৪ নং প্রজ্ঞাপন এতদ্দ্বারা বাতিল করা হলো।

০৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্পীকারের আদেশক্রমে

মোহাম্মদ এনামুল আহসান
উপসচিব (মানব সম্পদ)।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলি

তারিখ: ০৪ আষাঢ় ১৪৩৩/১৮ জুন ২০২৬

বিষয়ঃ পটুয়াখালী জেলার সদর উপজেলার ০৯ নং জৈনকাঠি ইউনিয়নের নিকাহ্ রেজিস্ট্রার জনাব সিদ্দিকুর রহমানের লাইসেন্স বাতিল প্রসঙ্গে।

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৬৮.৮৩.(১/১)-৮৩**—উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, পটুয়াখালী জেলার সদর উপজেলার ০৯ নং জৈনকাঠি ইউনিয়নের নিকাহ্ রেজিস্ট্রার জনাব সিদ্দিকুর রহমান এর বিরুদ্ধে আনীত গত ২২-০৪-২০২৫ খ্রি. তারিখে বর মোঃ আল আমিনের সঙ্গে নাবালিকা কনে মোসাঃ রুবি এর বাল্যবিবাহ নিবন্ধন করার অভিযোগে সত্যতা জেলা রেজিস্ট্রারের তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় এবং তা মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি **১১** অনুযায়ী অসদাচরণের শামিল হওয়ায় এবং অভিযুক্ত নিকাহ্ রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রেরিত লিখিত কারণ দর্শানোর জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তার নামীয় গত ২১-০৭-২০০৪ খ্রি. তারিখের বিচার-৭/২ এন-৬৮/৮৩ (অংশ-১)-৭৭০ নং স্মারকের নিকাহ্ রেজিস্ট্রার লাইসেন্স বাতিল করা হলো।

একইসাথে অধিক্ষেত্রটি শূন্য ঘোষণা করে উক্ত শূন্য অধিক্ষেত্রে অনধিক **১২০** (একশত বিশ) দিনের জন্য সংলগ্ন (সন্নিকটবর্তী) কোনো অধিক্ষেত্রের নিকাহ্ রেজিস্ট্রারকে বিধি মোতাবেক নিকাহ রেজিস্ট্রারের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানের জন্য এবং সাবেক নিকাহ রেজিস্ট্রার জনাব সিদ্দিকুর রহমান এর নিকট হতে নিকাহ্ নিবন্ধন সংক্রান্ত বালাম বহিসহ যাবতীয় কাগজাদি সংগ্রহ করার জন্য এবং মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ এ বর্ণিত বিধি ৬ অনুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা রেজিস্ট্রার, পটুয়াখালীকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

তারিখ: ০৭ আষাঢ় ১৪৩৩/২১ জুন ২০২৬

বিষয়ঃ পাবনা জেলার ঈশ্বরদী পৌরসভার ০১ ও ০২ নং ওয়ার্ডের নিকাহ্ রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ আব্দুল আলিমের নিকাহ্ রেজিস্ট্রার লাইসেন্স বাতিল প্রসঙ্গে।

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৬৬.৮৬-৮৫**—উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, পাবনা জেলার ঈশ্বরদী পৌরসভার ০১ ও ০২ নং ওয়ার্ডের নিকাহ্ রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ আব্দুল আলিম বিধিবর্হিভূতভাবে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী পৌরসভার সরকারি সাঁড়া মাড়োয়ারী উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষক হিসেবে কর্মরত থাকা অবস্থায় নিকাহ্ রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পালন করার বিষয়টি জেলা রেজিস্ট্রারের তদন্তে এবং স্বয়ং অভিযুক্ত নিকাহ্ রেজিস্ট্রারের কারণ দর্শানো লিখিত জবাবে স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে প্রমাণিত হওয়ায় এবং তা মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ২০ এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন তথা একই বিধিমালার বিধি **১১** অনুযায়ী অসদাচারণ গণ্য হওয়ায় এবং অভিযুক্ত নিকাহ্ রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রেরিত কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তাঁর নামে এ বিভাগ হতে গত ০১-০১-১৯৯৮ খ্রি. তারিখে ০১-বিচার-০৭/২-এন-৬৬/৮৬ নং স্মারকে ইস্যুকৃত নিকাহ্ রেজিস্ট্রার লাইসেন্স বাতিল করা হলো।

একইসাথে, উক্ত অধিক্ষেত্রটি শূন্য ঘোষণাপূর্বক শূন্য অধিক্ষেত্রে অনধিক **১২০** (একশত বিশ) দিনের জন্য সংলগ্ন (সন্নিকটবর্তী) কোনো অধিক্ষেত্রের নিকাহ্ রেজিস্ট্রারকে বিধি মোতাবেক নিকাহ্ রেজিস্ট্রারের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানের জন্য এবং সাবেক নিকাহ্ রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ আব্দুল আলিম এর নিকট হতে বালাম বহিসহ নিকাহ্ রেজিস্ট্রি সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজাদি সংগ্রহ করার জন্য জেলা রেজিস্ট্রার, পাবনা- কে নির্দেশ প্রদান করা হলো। ঈশ্বরদী পৌরসভার শূন্য ঘোষিত ০১ ও ০২ নং ওয়ার্ডে উপর্যুক্ত আদালতের কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা/স্থগিতাদেশ না থাকলে নিকাহ্ রেজিস্ট্রার নিয়োগের নিমিত্ত মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ৬ মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য জেলা রেজিস্ট্রার, পাবনা/সাব-রেজিস্ট্রার, ঈশ্বরদী, পাবনা-কে অবহিত করা হলো।

বিষয়ঃ গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার ০৭ নং উরফি ইউনিয়নের নিকাহ্ রেজিস্ট্রারের নাম সংশোধন প্রসঙ্গে।

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৫০.২০০৪-৮৭**—উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার ০৭ নং উরফি ইউনিয়নের নিকাহ্ রেজিস্ট্রার জনাব সুহাইন হোসাইন এর আবেদনের প্রেক্ষিতে তার জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্ম নিবন্ধন সনদ এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, তার প্রকৃত নাম **'সুহাইল হোসাইন'**।

এমতাবস্থায়, বিচার-৭/২এন-৫০/২০০৪-৭১৯ নং স্মারক, তারিখ: ১০-১২-২০১৮ খ্রি. মোতাবেক তার নামে ইস্যুকৃত নিকাহ্ রেজিস্ট্রার লাইসেন্সে উল্লিখিত **'সুহাইন হোসাইন'** নামটি সংশোধনপূর্বক **'সুহাইল হোসাইন'** হিসেবে প্রতিস্থাপন করা হলো।

মোঃ আবদুল ওয়াহাব
সিনিয়র সহকারী সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা-৬ শাখা

পরিপত্র

তারিখ: ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩/০৭ জুন ২০২৬

বিষয়: ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেলের অবস্থান 'ছোট' ক্যাটাগরি হতে 'মধ্যম' ক্যাটাগরিতে উন্নীতকরণ।

নং **০৫.০০.০০০০.০০০.১৫৫.১৫.০০০৮.২৩-৩১৬**—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১৮ মার্চ ২০১৪ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৫১. ০৬.০০৮.১৩-৭০ সংখ্যক পরিপত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আইসিটি, বাজেট ও আইন সংক্রান্ত অনুবিভাগ/অধিশাখা/শাখা স্থাপনের জন্য প্রমিত পদবিন্যাসে কাজের পরিধি বিবেচনা করে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেলের অবস্থান 'ছোট' ক্যাটাগরি হতে 'মধ্যম' ক্যাটাগরিতে উন্নীত করা হলো।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ এহছানুল হক
সিনিয়র সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-৪ শাখা
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১১ আষাঢ় ১৪৩৩/২৫ জুন ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৭.২৭.০০০৩.২৬.৩২**—যেহেতু, জনাব হালিমা খাতুন, উপপরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, খুলনা; আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, কিশোরগঞ্জে কর্মকালীন তাঁর সহযোগিতায় রেকর্ডকিপার জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক একজন চেয়ারম্যান ও কয়েকজন দোকানদারের সমন্বয়ে একটি সিন্ডিকেট গঠন করে পাসপোর্ট গ্রাহকদের কাছ থেকে আবেদন প্রতি অতিরিক্ত ১১০০ টাকা নিয়ে গড়ে প্রতিদিন কমপক্ষে ৫ লক্ষ টাকা আদায় করেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, কিশোরগঞ্জের অফিস প্রধান হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ঘাটতি/অবহেলা পরিলক্ষিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন। এছাড়া, তদন্ত প্রতিবেদনে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, কিশোরগঞ্জে দালালের দৌরাত্ম্য ও সেবা প্রার্থীদের হয়রানি সম্পর্কে তাঁর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থতা, অধস্তন আনসার সদস্যদের অনৈতিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে তাঁর যথাযথ ভূমিকা পালন না করা এবং অফিসে দালালদের দৌরাত্ম্য ও অধস্তন আনসার সদস্যদের দ্বারা সেবা প্রার্থীদের হয়রানির বিষয়ে তিনি পরোক্ষভাবে জড়িত মর্মে মন্তব্য করা হয়; এবং

০২। যেহেতু, উপর্যুক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা- ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে গত ০৫-০৩-২০২৬ তারিখে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং০২/২৬) রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কারণ দর্শানো হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তিনি গত ২৯-০৩-২০২৬ তারিখে অভিযোগের জবাবে দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন এবং ২৪-০৬-২০২৬ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; এবং

০৪। যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিঅন্তে অভিযুক্ত ও রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য, তাঁর দাখিলকৃত জবাব, অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত 'অদসাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি বিধায় তাঁকে এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা সমীচীন হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

০৫। সেহেতু, জনাব হালিমা খাতুন, উপপরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, খুলনা-কে ভবিষ্যতে সরকারি কর্তব্য পালনে আরো সতর্ক থাকার নির্দেশনা দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার (মামলা নং-০২/২৬) দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ৭ আষাঢ় ১৪৩৩/২১ জুন ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.২২.০০০১.২৪.৭২**—আদিষ্ট হয়ে কুমিল্লা কোতয়ালী মডেল থানার মামলা নং-৯২, তারিখ: ২৪-০৯-২০২২ খ্রি.,-এর ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামিরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯-এর ৯(৩)/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত আইনের ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.২২.০০০১.২৪.৭৩**—আদিষ্ট হয়ে বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নোয়াখালী এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে বেগমগঞ্জ থানার মামলা নং-১৩, তারিখ: ০৫-০৫-২০২৩ খ্রি.-এর ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামিরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯-এর ৯(৩)/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত আইনের ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

০২। এ মন্ত্রণালয়ের ১৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখের **৪৪.০০. ০০০০.০০০.০৫৬.২২.০০০১.২৪.১৩১৮** নং স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি নির্দেশক্রমে এ সাথে বাতিল করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.২২.০০০১.২৪.৭৪**—আদিষ্ট হয়ে নোয়াখালী জেলার হাতিয়া থানার মামলা নং-১৫, তারিখ: ১৪-০২-২০২৫ খ্রি.,-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামিরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯-এর ৬(১)(ক)(ই)/(ঈ) ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত আইনের ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

০২। এ মন্ত্রণালয়ের ১৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখের **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.২২.০০০১.২৪.১৩১৭** নং স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি নির্দেশক্রমে এ সাথে বাতিল করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.০৪.০০৩০.২২.৭৭**—এতদ্দ্বারা আদিষ্ট হয়ে বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মুন্সীগঞ্জ এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে মুন্সীগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী থানার মামলা নং-১৭, তারিখ: ২২-০২-২০২৩ খ্রি.,মামলাটির আসামীর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ২৯৫/২৯৫-ক ধারার অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগপত্র দাখিলের লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ আষাঢ় ১৪৩৩/২৮ জুন ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৪.২৭.০০৫৪.২৫-২২৫**—যেহেতু, জনাব মোঃ সাজিদ হোসেন (বিপি-৭৪০১০১০৮০১) অতিরিক্ত ডিআইজি, বর্তমানে খুলনা রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়ে সংযুক্ত ইতঃপূর্বে অধিনায়ক (অতিরিক্ত ডিআইজি), ৬ এপিবিএন, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি হিসাবে কর্মরত থাকাকালে তাঁর অধীনস্থ জনাব রাজীব কুমার দেব (বিপি-৬৬৮৮১০৬৯৪৯), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) অসুস্থতার কারণে চট্টগ্রামের একটি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে গত ১৯-১১-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সেখানে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। চিকিৎসক তাঁকে ৩০ দিনের বিশ্রামের পরামর্শ প্রদান করলে তিনি কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি লিখিতভাবে জানিয়ে সিলেটে তাঁর নিজ বাড়িতে চলে যান। পরবর্তীতে ০৪ দফায় ৩ মাস করে ১২ মাস চিকিৎসক কর্তৃক প্রদত্ত তাঁর বিশ্রামের বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। এর ফলে তিনি তাঁকে অননুমোদিতভাবে সর্বমোট ৩৮৮ দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে বেতন/ভাতাসহ সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করার সুযোগ প্রদান করেছেন। এ বিষয়ে একাধিকবার দায়সাড়াভাবে তাঁকে অসুস্থ সদস্যদের সংখ্যা নামীয় ছকে প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে জনাব রাজীব কুমার দেব গত ১৮-১২-২০২৪ তারিখ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হতে পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতি লাভ করে অবসর গমন করেন। উল্লিখিত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির ইচ্ছা পোষণ করলে গত ২৪-০৬-২০২৬ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; এবং

০২। যেহেতু, শুনানি শেষে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, শুনানিকালে উভয়পক্ষের বক্তব্য ও উপস্থাপিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণাদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা প্রতীয়মান হয়েছে;

০৩। সেহেতু, জনাব মোঃ সাজিদ হোসেন (বিপি-৭৪০১০১০৮০১) অতিরিক্ত ডিআইজি, বর্তমানে খুলনা রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়ে সংযুক্ত ও সাবেক অধিনায়ক (অতিরিক্ত ডিআইজি), ৬ এপিবিএন, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, শুনানিকালে উভয়পক্ষের বক্তব্য এবং উপস্থাপিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুসারে 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(২) উপ-বিধি (১)(ক) অনুযায়ী তাঁকে 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

পুলিশ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ আষাঢ় ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/২৪ জুন ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০৯৪.২৭০৬৫.২৩-২৩৪**—যেহেতু, জনাব বিপ্লব বিজয় তালুকদার (বিপি-৭২০১১১৪৮৪৩), ডিআইজি, পুলিশ টেলিকম, রাজারবাগ, ঢাকায় (সংযুক্ত) গত ০৬-১০-২০২৫ তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছে। তাঁর এহেন কর্মকাণ্ড সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

সেহেতু, জনাব বিপ্লব বিজয় তালুকদার (বিপি-৭২০১১১৪৮৪৩), ডিআইজি, পুলিশ টেলিকম, রাজারবাগ, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২ উপবিধি (১) অনুযায়ী গত ০৬-১০-২০২৫ তারিখ থেকে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১১ আষাঢ় ১৪৩৩/২৫ জুন ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৫.২৭.০১৬৯.২৫.২৭৯**—যেহেতু, জনাব নিউটন দাস (বিপি-৮৫১৭১৯৫১৮৫), সহকারী পুলিশ সুপার, নৌ-পুলিশ, কিশোরগঞ্জ অঞ্চল গত ১৮-০৮-২০২১ তারিখ থেকে ২৪-০৬-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সহকারী কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা হিসেবে কর্মকালীন নিজে বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি জনৈক ভারতী তরফদারের সাথে অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক স্থাপনপূর্বক তাঁকে নিয়ে বনানীর হোটেল এনচান্টেড-এ অবস্থান করেন এবং বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে তাঁর সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। এতে জনমনে পুলিশ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হওয়াসহ জনসম্মুখে পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়; এবং

০২। যেহেতু, উপর্যুক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ"-এর দায়ে গত ০১-১২-২০২৫ তারিখে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং-১৬৯/২৫) রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কারণ দর্শানো হয়; এবং

০৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ২৩-১২-২০২৫ তারিখে অভিযোগনামার জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন এবং ২৪-০৬-২০২৬ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; এবং

০৪। যেহেতু, শুনানিঅন্তে অভিযুক্ত ও রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য, অভিযোগনামার জবাব, অভিযোগের গুরুত্ব ও আনুষাঙ্গিক কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তকে লঘুদণ্ড আরোপ করা সমীচীন হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

০৫। সেহেতু, জনাব নিউটন দাস (বিপি-৮৫১৭১৯৫১৮৫), সহকারী পুলিশ সুপার, নৌ-পুলিশ, কিশোরগঞ্জ অঞ্চল (সাবেক সহকারী কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ"-এর দায়ে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় একই বিধিমালা (৪)(২)(ক) বিধি মোতাবেক **"তিরস্কার"** সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
কর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৮ আষাঢ় ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/২২ জুন ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০৮.০০.০০০০.০০০.০৩৭.৬৫.০০২৩.২৬.২৪৩**—বিসিএস (খাদ্য) ক্যাডারের 'সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী' পদ হতে এ বিভাগের অধীনস্থ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন কর অঞ্চল-সিলেট এর "সহকারী কর কমিশনার" পদে কর্মরত জনাব রানা আহমদ (২০০৯০৭) এর চাকরির ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং বেতন সংরক্ষণের বিষয়ে বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (১ম খণ্ড) এর বিধি-৪২ এবং বিধি -৩০০(বি) অনুযায়ী মোট পেনশনযোগ্য চাকরিকাল গণনা ও বেতন নির্ধারণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত শর্তে পূর্বতন চাকরির (১৫-০১-২০২৫ হতে ০৮-০২-২০২৬ খ্রি. পর্যন্ত) ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ করা হলো:

শর্তসমূহ:

(১) পূর্ব পদের চাকরিকাল পেনশনের জন্য গণনার ক্ষেত্রে 'অসাধারণ' ছুটি থাকলে উক্ত অসাধারণ ছুটিকালীন সময় গণনা করা যাবে না;

(২) বর্তমান পদে পূর্ব পদের চাকরিকাল জ্যেষ্ঠতার জন্য গণনা করা যাবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আতিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
ডি-৭ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৯ আষাঢ় ১৪৩৩/২৩ জুন ২০২৬

নং **২৩.০০.০০০০.০৭০.৬৯.০৮১.১২.১৬৭**—বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর স্কোয়াড্রন লীডার আফরিনা ইসলাম লিজা বিডি/৯৯০২ এটিসি-কে বিমান বাহিনী অ্যাক্ট রুলস্ ১৯৫৭ এর রুল-১৭ মোতাবেক চাকরি হতে অপসারণ করা হলো।

২। এ আদেশ জারির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জাকির হোসেন
উপসচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১১ আষাঢ় ১৪৩৩/২৫ জুন ২০২৬

নং **২৫.০০.০০০০.০৫৩.০০৬.০১২.২০২৪.২৫৭**—"বাংলাদেশ বিল্ডিং রেগুলেটরী কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২৬" এর ধারা ১১ অনুযায়ী গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহের আওতা বহির্ভূত এবং সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার আওতাভুক্ত এলাকা ব্যতীত সারাদেশে সুউচ্চ ভবন নির্মাণের যাবতীয় নকশা অনুমোদনসহ নির্মাণ কার্যের সকল পর্যায়ে গুণগত মান বজায় রাখা ও সকল অংশীজনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সারাদেশের (জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে) জন্য নিম্নরূপভাবে Building Construction Committee (BC Committee) গঠন করা হলো:

জেলা পর্যায়

ক্রম	কর্মকর্তার নাম	কমিটিতে অবস্থান
১.	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২.	পুলিশ সুপার	সদস্য
৩.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ	সদস্য
৪.	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি	সদস্য
৫.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)	সদস্য
৬.	মেয়র, পৌরসভা (সকল)	সদস্য
৭.	স্থাপত্য অধিদপ্তর-এর প্রতিনিধি	সদস্য
৮.	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর-এর প্রতিনিধি	সদস্য
৯.	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর (বিল্ডিং অফিসিয়াল/অথরাইজড অফিসার)	সদস্য-সচিব

উপজেলা পর্যায়

ক্রম	কর্মকর্তার নাম	কমিটিতে অবস্থান
১.	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সভাপতি
২.	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট থানা	সদস্য
৩.	চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ (সকল)	সদস্য
৪.	সহকারী কমিশনার (ভূমি), সংশ্লিষ্ট উপজেলা	সদস্য
৫.	মেয়র, পৌরসভা-এর প্রতিনিধি (যদি থাকে)	সদস্য
৬.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর-এর প্রতিনিধি	সদস্য
৭.	উপ সহকারী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	সদস্য
৮.	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি	সদস্য-সচিব

২. কার্যপরিধিঃ

(ক) এ কমিটি The Building Construction Act 1952, Bangladesh National Building Code 2020 ও বাংলাদেশ বিল্ডিং রেগুলেটরী কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২৬ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও বিধিতে বর্ণিত ক্ষমতা ও যাবতীয় কার্যাবলি পরিচালনা করবে;

(খ) Bangladesh National Building Code 2020 (Volume 1, Part II) এর ১৭ ধারার ছক (টেবিল) ২.১.১ অনুযায়ী এ কমিটির অধিক্ষেত্র নির্ধারিত/নির্দিষ্ট হবে;

(গ) উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের আওতা বহির্ভূত এলাকায় ভবনের ভারবহনের ক্ষমতা যাচাইসহ এর স্থাপত্য, কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক, মেকানিক্যাল, প্লাম্বিং ইত্যাদি নকশা অনুমোদন করবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থাপত্য নকশা বিধি অনুযায়ী প্রণীত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে স্থাপত্য অধিদপ্তর এবং কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক, মেকানিক্যাল, প্লাম্বিং ইত্যাদি নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ও ডিজাইন (P&D) ই/এম (E/M) উইং কর্তৃক প্রয়োজন অনুযায়ী কারিগরি মতামত গ্রহণ করবে;

(ঘ) Bangladesh National Building Code 2020 অনুসারে ভবনের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে এ কমিটি বিদ্যমান ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ১৯৯৬, অগ্নি নিরাপত্তা আইন ২০০৩, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩ ও এ সংক্রান্ত প্রচলিত সকল আইন/কোড/বিধিমালা/নীতিমালা/প্রবিধানমালা/পরিপত্র ইত্যাদি যথাযথভাবে অনুসরণ করবে;

(ঙ) অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী নির্মাণ কার্য তদারকির ক্ষেত্রে কমিটি ভবনের স্থাপত্য ও কাঠামোগত নকশা অনুসরণের পাশাপাশি সেটব্যাক, Maximum Ground Coverage (MGC), Floor Area Ratio (FAR), অগ্নিনিরাপত্তা, ভবনের জ্বালানী সক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়সমূহ যথাযথভাবে বিবেচনা করবে;

(চ) অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী নির্মাণ কাজে কোনোরূপ ব্যতিক্রম/ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে কমিটি নির্মাণ কাজ স্থগিত, অনুমোদন বাতিলসহ অননুমোদিত অংশ ভেঙ্গে অপসারণের আদেশ জারি করতে পারবে। কমিটি জেলা প্রশাসকের নির্দেশক্রমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

ছ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনানুগ স্বত্ত্বাধিকারীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ম অনুযায়ী Occupancy Certificate প্রদান করবে;

জ) প্রতিমাসে কমিটির কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং ন্যূনতম ০৫(পাঁচ) জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হবে; অনুষ্ঠিত প্রত্যেক সভায় কারিগরি সদস্যগণ (স্থপতি, প্রকৌশলী ও নগর পরিকল্পনাবিদ) উপস্থিত থাকবেন;

ঝ) কমিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ এক/একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে, প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ /বিশেষজ্ঞ প্যানেল (Panel of Experts) গঠন করে তাদের মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

ঞ) কমিটি প্রতি ০৩ (তিন) মাস পর পর গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করবে। অধিকন্তু কমিটি প্রয়োজন অনুযায়ী গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে সুনির্দিষ্ট মতামত/সুপারিশ প্রেরণ করবে;

ট) কমিটি স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক পৌরসভার অধিক্ষেত্রে গঠিত বিসি কমিটির সিদ্ধান্ত অনুমোদন, কার্যক্রম সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করবে। পৌরসভার অধীন এলাকার কোনো নির্মাণ কাজে Bangladesh National Building Code -এর কোনোরূপ ব্যত্যয়/ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হলে এ কমিটি, জেলা প্রশাসকের নির্দেশক্রমে, মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে The Building Construction Act, 1952-এর ১২ ধারা মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

ঠ) কমিটি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরসমূহের প্রতিবেদন/মতামত গ্রহণ করতে পারবে;

ড) উপজেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটি ৭ম তলা পর্যন্ত এবং জেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটি তদুর্ধ্ব তলা অনুমোদন করিবে।

০৩। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে ২৯ আগস্ট ২০২৩ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০৫৩.০০৬.১২.২০১৯.২৮০ নম্বর স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি এ প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে অকার্যকর মর্মে গণ্য হবে।

০৪। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

অভিজিৎ রায়
যুগ্মসচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩/১১ জুন, ২০২৬

নং **৩৫.০০.০০০০.০০০.০২৮.২৭.০০৩৪.২৫-১০১**—যেহেতু, জনাব আবু সাঈদ মোঃ নাজমুল হুদা (পরিচিত নং-০০৫২০১), অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চঃ দাঃ), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সিলেট সড়ক জোন, সিলেট গত ০৬-১১-২০২৪ তারিখ হতে সিলেট সড়ক জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত আছেন;

০২। যেহেতু, তিনি '২০২২ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন বিভিন্ন সড়ক, সেতু ও কালভার্টসমূহের জরুরি পুনর্বাসন ও পুনঃনির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্যাকেজ নম্বর WP-03 (Package No-e-GP-14/DEV/ACE/SZ/SUN/2023-2024, Tender ID-976144 এবং প্যাকেজ নম্বর WP-06 (Package No-e-GP-17/DEV/ACE/SZ/SUN/2023-2024, Tender ID-981735 এর কাজের ক্রয় প্রক্রিয়াকরণে ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালার ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন;

০৩। যেহেতু, তিনি দরপত্র মূল্যায়নে পিপিআর, ২০০৮-এর তফসিল-৩ (অংশ-ক) লঙ্ঘনপূর্বক ২৮ দিনের পরিবর্তে যথাক্রমে ২৪৮ দিন ও ২২০ দিন সময় অতিবাহিত করেছেন;

০৪। যেহেতু, ক্রয় প্রক্রিয়াকরণে ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালার ব্যত্যয়, দরপত্র মূল্যায়নে পিপিআর, ২০০৮-এর তফসিল-৩ (অংশ-ক) লঙ্ঘন এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করার কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ"-এর অভিযোগে ০৪/২০২৫ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। একইসাথে অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা জারি করে তাকে কেন চাকরি হতে বরখাস্ত করা হবে না বা অন্য কোনো উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে না এবং তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেন কি-না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়;

০৫। যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে তিনি জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানির বক্তব্য এবং বিভাগীয় মামলার নথি পর্যালোচনান্তে তার বিরুদ্ধে ক্রয় প্রক্রিয়াকরণে ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালার ব্যত্যয় এবং দরপত্র মূল্যায়নে পিপিআর, ২০০৮-এর তফসিল-৩ (অংশ-ক) লঙ্ঘন এর বিষয়ে আনীত "অসদাচরণ"-এর অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়;

০৬। যেহেতু, জনাব আবু সাঈদ মোঃ নাজমুল হুদা (পরিচিত নং ০০৫২০১), অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চঃ দাঃ), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সিলেট সড়ক জোন, সিলেট এর উক্তরূপ কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ"-এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

০৭। সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব আবু সাঈদ মোঃ নাজমুল হুদা (পরিচিত নং ০০৫২০১), অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চঃ দাঃ), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সিলেট সড়ক জোন, সিলেট-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি (৪)(২)(ক) মোতাবেক "তিরস্কার" (Censure) সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৩৫.০০.০০০০.০০০.০২৮.২৭.০০৩৫.২৫-১০২**—যেহেতু, জনাব আহসান উদ্দিন আহমেদ (পরিচিত নং-৬০১৯৪৪), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃ দাঃ), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, রাজশাহী সড়ক সার্কেল, রাজশাহী গত ১১-০৭-২০২৩ হতে ০৮-০৩-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সিলেট সড়ক সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত ছিলেন;

০২। যেহেতু, তিনি '২০২২ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন বিভিন্ন সড়ক, সেতু ও কালভার্টসমূহের জরুরি পুনর্বাসন ও পুনঃনির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্যাকেজ নম্বর WP-03 (Package No-e-GP-14/DEV/ACE/SZ/SUN/2023-2024, Tender ID-976144 এবং প্যাকেজ নম্বর WP-06 (Package No-e-GP-17/DEV/ACE/SZ/SUN/2023-2024, Tender ID-981735 এর কাজের ক্রয় প্রক্রিয়াকরণে ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালার ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন;

০৩। যেহেতু, তিনি দরপত্র মূল্যায়নে পিপিআর, ২০০৮-এর তফসিল-৩ (অংশ-ক) লঙ্ঘনপূর্বক ২৮ দিনের পরিবর্তে যথাক্রমে ২৪৮ দিন ও ২২০ দিন সময় অতিবাহিত করেছেন;

০৪। যেহেতু, ক্রয় প্রক্রিয়াকরণে ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালার ব্যত্যয়, দরপত্র মূল্যায়নে পিপিআর, ২০০৮-এর তফসিল-৩ (অংশ-ক) লঙ্ঘন এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করার কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ"-এর অভিযোগে ০৫/২০২৫ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। একইসাথে অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা জারি করে তাকে কেন চাকরি হতে বরখাস্ত করা হবে না বা অন্য কোনো উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে না এবং তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেন কি-না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়;

০৫। যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে তিনি জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানির বক্তব্য এবং বিভাগীয় মামলার নথি পর্যালোচনান্তে তার বিরুদ্ধে ক্রয় প্রক্রিয়াকরণে ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালার ব্যত্যয় এবং দরপত্র মূল্যায়নে পিপিআর, ২০০৮-এর তফসিল-৩ (অংশ-ক) লঙ্ঘন এর বিষয়ে আনীত "অসদাচরণ"-এর অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়;

০৬। যেহেতু, জনাব আহসান উদ্দিন আহমেদ (পরিচিত নং-৬০১৯৪৪), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃ দাঃ), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, রাজশাহী সড়ক সার্কেল, রাজশাহী (সাবেক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সিলেট সড়ক সার্কেল, সিলেট) এর উক্তরূপ কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ"-এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

০৭। সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব আহসান উদ্দিন আহমেদ (পরিচিত নং-৬০১৯৪৪), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃ দাঃ), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, রাজশাহী সড়ক সার্কেল, রাজশাহী (সাবেক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সিলেট সড়ক সার্কেল, সিলেট)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি (৪)(২)(ক) মোতাবেক "তিরস্কার" (Censure) সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ জিয়াউল হক
সচিব।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিষদ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৯ আষাঢ় ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/২৩ জুন ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **২৯.০০.০০০০.০০০.২১৫.৩১.০০০৩.১৫-৭৪**—পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১২ নম্বর আইন) এর ১৫ (ঙ) ধারা মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এর সদস্য জনাব মো: ইউসুফ, পিতা-হাজি মোহাম্মদ হাসেম, সাং-পানছড়ি সদর, ডাকঘর ও থানা-পানছড়ি, জেলা-খাগড়াছড়ি এর মৃত্যু জনিত কারণে ১৫-০৫-২০২৬ খ্রি: তারিখ হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য পদটি শূন্য ঘোষণা করা হলো।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঙ্গল চন্দ্র পাল
উপসচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকের স্থলাভিষিক্ত হবে]

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৬ আষাঢ়, ১৪৩৩/২০ জুন, ২০২৬

নং **৪৫.০০.০০০০.১৬২.৯৯.০২৯.২৬-৭৬**—THE BANGLADESH RED CRESCENT SOCIETY ORDER, 1973 (PRESIDENT'S ORDER NO 26 OF 1973) এর ধারা ১০(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রেসিডেন্ট কর্তৃক এতদ্দ্বারা বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিজ্ঞ আইনজীবী ব্যারিস্টার মোঃ আবদুস সালাম-কে যোগদানের তারিখ থেকে পরবর্তী ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আলমগীর হক
সহকারী সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকের স্থলাভিষিক্ত হবে]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৬ আষাঢ়, ১৪৩৩/২০ জুন, ২০২৬

নং **৪৫.০০.০০০০.১৬২.৯৯.০২৯.২৬-৭৭**—THE BANGLADESH RED CRESCENT SOCIETY ORDER, 1973 (PRESIDENT'S ORDER NO 26 OF 1973) অনুযায়ী বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রশাসনিক কার্যক্রম সুচারুরূপে পরিচালনার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে এডহক ম্যানেজিং বোর্ড গঠন করা হলো:

ভাইস চেয়ারম্যান

১ অধ্যাপক ডাঃ মোঃ রফিকুল কবির

ট্রেজারার

২ ডাঃ আবু মোঃ মোফাখখারুল ইসলাম (রানা)

সদস্যবৃন্দ

৩ অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মইনুল হাসান সাদিক

৪ অধ্যাপক ডা. মোঃ সহিদুর রহমান

৫ জনাব ফারুক উদ্দিন ভূঁইয়া

৬ জনাব রফিকুল ইসলাম সিকদার (রফিক সিকদার)

৭ ডা. কবিরুজ্জামান

৮ এবিএম জাকারিয়া

৯ ডা. মোহাম্মদ সারোয়ার আলম

১০ ড. জামিল আহমেদ

১১ কাজী মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

১২ জনাব রেজাউর রহমান চৌধুরী

১৩ অধ্যাপক ড. শেখ তৌহীদুল ইসলাম

১৪ এস এম মাহিদুল ইসলাম সজীব

০২। বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির এডহক ম্যানেজিং বোর্ডের মেয়াদ প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ থেকে ০৩ (তিন) মাস।

০৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আলমগীর হক
সহকারী সচিব।

পরিকল্পনা অনুবিভাগ (স্বাস্থ্য-৪ শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৮ আষাঢ়, ১৪৩৩/২২ জুন, ২০২৬

নং **৪৫.০০.০০০০.১৯৪.১৪.৪২.২০২৬-৪৬২**—মাতৃ ও নবজাতকের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি, প্রতিবন্ধকতা ও অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপ নির্ধারণ এবং মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ক এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য উন্নয়ন সহযোগী এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে নিম্নবর্ণিত টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করা হলো। কমিটির রূপরেখা এবং কার্যপরিধি নিম্নরূপ:—

সভাপতি

১ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২ সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

৩ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

৪ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

৫ মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

৬ মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

৭ মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

৮ যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

৯ পরিচালক, প্রাইমারি হেলথ কেয়ার, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

১০ পরিচালক, মেটারন্যাল এন্ড চাইল্ড হেলথ (এমসিএইচ) সার্ভিসেস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

১১ পরিচালক, (পরিকল্পনা ও গবেষণা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

১২ প্রতিনিধি, UNFPA

১৩ প্রতিনিধি, UNICEF

১৪ প্রতিনিধি, WHO

১৫ সভাপতি, Obstetrical and Gynaecological Society of Bangladesh (OGSB)

সদস্য সচিব

১৬ উপসচিব (স্বাস্থ্য-৪), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

কমিটির কার্যপরিধি—

ক. National Maternal and Newborn Health (MNH) এর অগ্রাধিকারসমূহের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;

খ. গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন তদারকি;

গ. নীতিগত ও পরিচালনগত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ;

ঘ. সরকার, পেশাজীবী সংগঠন, উন্নয়ন সহযোগী ও জাতিসংঘ সংস্থাগুলোর মধ্যে MNH সংক্রান্ত কাজের সমন্বয় সাধন;

ঙ. নিয়মিত অগ্রগতি/পর্যালোচনা সভা আয়োজন;

চ. কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে; এবং

ছ. বিবিধ।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্নেহাশীষ দাশ
উপসচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০২ বৈশাখ, ১৪৩৩/১৫ এপ্রিল, ২০২৬

নং **৩৮.০০১.০১৪.০০.০০.০২৫.২০১৫-২৭৪**—উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর উপপরিচালক পদে কর্মরত ০২ (দুই) জন কর্মকর্তাকে নিম্নরূপভাবে গ্রেডেশন/জ্যেষ্ঠতা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হলো:

ক্র: নং	জ্যেষ্ঠতার ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	চাকরিতে ১ম যোগদানের (প্রকল্পে) তারিখ	রাজস্বখাতে উশিব্যু'তে যোগদানের তারিখ	উপপরিচালক পদে যোগদানের তারিখ
১	০১	ড. মোছাঃ ফাহমিদা বেগম উপপরিচালক	১৬-০৯-১৯৯৮	০১-০২-২০০৬	০৮-১১-২০২২
২	০২	জনাব মোঃ রুহুল আমিন উপপরিচালক	০৫-০৫-১৯৯৩	১১-০৯-২০০৫	২৪-০৯-২০২৪

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন সরকার
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৪ আষাঢ় ১৪৩৩/১৮ জুন ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৫.২৭.০০৭১.২২.২৫২**—যেহেতু, জনাব মো: গোলাম সাকলায়েন, পিপিএম (বিপি-৮৬১২১৪৭৫৫১), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, ঝিনাইদহ; তিনি এডিসি, ডিবি গুলশান বিভাগ, ডিএমপি, ঢাকায় কর্মকালীন বাংলাদেশ পুলিশের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হয়েও সরকারি দায়িত্বের বাইরে জনৈক চিত্রনায়িকা পরীমনির সাথে নৈতিকতা বহির্ভূত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি বিবাহিত ও এক সন্তানের জনক হওয়া সত্ত্বেও পরীমনির সাথে তাঁর বিবাহ বহির্ভূত অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, পরীমনির সাথে জন্মদিন উদযাপন ও নিজের সরকারি বাসভবনে নিজ স্ত্রীর অবর্তমানে সময় কাটানোর মত ঘটনা বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত হওয়ায় সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে, গত ২০-০২.২০২৩ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ"-এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে তাঁকে কারণ দর্শাতে বলা হয়; এবং

০২। যেহেতু, তিনি গত ১৯-০৩-২০২৩ তারিখে অভিযোগনামার জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন এবং গত ২৩-০৮-২০২৩ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। কারণ দর্শানোর জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনায় অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা থাকায় আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) মোতাবেক গত ৩০-০৮-২০২৩ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ২৭-১২-২০২৩ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ"-এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তা মতামত প্রদান করেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে, তাঁর উপর গুরুদণ্ড আরোপের পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৯) বিধি মোতাবেক গত ০৮-০২-২০২৪ তারিখে তাঁকে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয় এবং তিনি গত ১০-০৩-২০২৪ তারিখে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন; এবং

০৪। যেহেতু, ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন, অপরাধের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ"-এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(খ) বিধি মোতাবেক তাঁকে চাকুরি হতে "বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান" সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পরামর্শকরণ) রেগুলেশনস, ১৯৭৯ এর ৬ নং রেগুলেশন মোতাবেক উক্ত গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনকে অনুরোধ জানানো হলে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে "বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান" সূচক গুরুদণ্ড আরোপ করা যায় মর্মে পরামর্শ প্রদান করে; এবং

০৫। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৬) বিধি অনুযায়ী জনাব মো: গোলাম সাকলায়েন, পিপিএম (বিপি-৮৬১২১৪৭৫৫১), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, ঝিনাইদহ-কে চাকুরি হতে "বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান" সূচক গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ১৭-০৬-২০২৬ তারিখে সানুগ্রহ অনুমোদন করেন; এবং

৬। সেহেতু, জনাব মো: গোলাম সাকলায়েন, পিপিএম (বিপি-৮৬১২১৪৭৫৫১), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, ঝিনাইদহ-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর দায়ে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪(৩)(খ) বিধি মোতাবেক তাঁকে চাকুরি হতে **"বাধ্যতামূলক অবসর"** সূচক গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]

রেলপথ মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-০৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৭ আষাঢ় ১৪৩৩ / ২১ জুন ২০২৬

নং **৫৪.০০.০০০০.০০০.০২৩.২৭.০০৩.২৪-৩৯**—যেহেতু জনাব মোঃ তাকি আল যাওয়াদ, সাবেক বিভাগীয় বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ রেলওয়ে, লালমনিরহাট (চ.দা.) (মূলপদ: সহকারী বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮-এর বিধি ৩(গ) অনুযায়ী পলায়ন (Desertion), এর অভিযোগে ০৩/২০২৪ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, উক্ত মামলার অভিযোগ তদন্তের নিমিত্ত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮-এর বিধি ৭(২)(ঘ) অনুযায়ী তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা অভিযোগের ভিত্তিতে প্রকাশ্যে ও গোপনে সাক্ষ্য-প্রমাণ, দাপ্তরিক নথিপত্র, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জবানবন্দি, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য, জেরা এবং মামলার সার্বিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে মতামত প্রদান করেন যে, জনাব মোঃ তাকি আল যাওয়াদ-এর বিরুদ্ধে আনীত পলায়ন (Desertion)-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮-এর বিধি ২(চ) অনুযায়ী রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক আনীত "পলায়ন (Desertion)" অভিযোগ এবং বিধি ৩(গ) অনুযায়ী "পলায়নের দায়ে দোষী" অপরাধটি প্রমাণিত মর্মে মত প্রদান করা হয়েছে;

যেহেতু, সরকার তদন্ত প্রতিবেদন, মামলার নথিপত্র এবং সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় পর্যালোচনান্তে তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদনের সঙ্গে একমত পোষণ করে জনাব মোঃ তাকি আল যাওয়াদ-এর বিরুদ্ধে আনীত পলায়ন (Desertion)-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮-এর বিধি (৫)(ঘ) অনুযায়ী পলায়নের অপরাধে তিরস্কার ব্যতীত অন্য যে কোনো দণ্ড আরোপের বিধান রয়েছে; এবং

সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮-এর বিধি ৪(১)(ক) এর অধীন প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব মোঃ তাকি আল যাওয়াদ, সাবেক বিভাগীয় বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ রেলওয়ে, লালমনিরহাট (চ.দা.) (মূলপদ: সহকারী বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী)-কে **প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে পরবর্তী ০২ (দুই) বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার লঘুদণ্ডে দন্ডিত করা হলো।** দণ্ডাদেশ কার্যকর থাকাকালীন ০২ (দুই) বছর মেয়াদে তিনি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি (Increment) ও বেতন-সংক্রান্ত কোনো আর্থিক সুবিধা লাভের জন্য বিবেচিত হবেন না। "দণ্ডের নির্ধারিত মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পর কোনো পৃথক আদেশ ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা পূর্বের ন্যায় চাকুরিগত সুবিধা প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: ফাহিমুল ইসলাম
সচিব।

অফিস আদেশ

তারিখ: ০৮ আষাঢ় ১৪৩৩/২২ জুন ২০২৬

নং **৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.০০২.২৩-৪০**—জনাব এ এম এম শাহনেওয়াজ, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মহাপরিচালকের কার্যালয়, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা [প্রাক্তন প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা (পশ্চিম), রাজশাহী]-এর বিরুদ্ধে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ১৪-১২-২০২১ তারিখের ৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.০০২.২১-২৭২ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' লঘুদণ্ড এবং ১৩-১১-২০২৩ তারিখের ৫৪.০০০.০০০০.০২৩.২৭. ০০২.২৩-৩২ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে "নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" গুরুদণ্ড আরোপ করা হয়।

০২। পরবর্তীতে উক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দণ্ডাদেশসমূহ প্রত্যাহারের আবেদন করলে বিষয়টি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দণ্ডাদেশসমূহে দণ্ডের মেয়াদ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শর্তাবলি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। দণ্ডাদেশে দণ্ডের মেয়াদ এবং অবনমিতকরণের অন্যান্য শর্তাবলি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকায় বিষয়টি স্পষ্টীকরণের জন্য বিএসআর পার্ট-১ এর বিধি ৫২(১)(খ)-এর আলোকে নিম্নরূপভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে:

"নিম্নপদ বা নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" দণ্ডের ক্ষেত্রে অবনমিতকরণের মেয়াদ উল্লেখ না থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী অবনমিতকরণের পূর্ববর্তী চাকরিকাল এবং অবনমিতকাল বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করিতে পারিবেন;

০৩। এমতাবস্থায়, বিএসআর পার্ট-১ এর বিধি ৫২(ক)-এর বিধান অনুযায়ী ১৪-১২-২০২১ তারিখের ৫৪.০০০.০০০০.০২৩.২৭. ০০২.২১-২৭২ নং স্মারকমূলে আরোপিত "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" লঘুদণ্ডের মেয়াদ ৩০-০৬-২০২২ তারিখে এবং বিএসআর পার্ট-১ এর বিধি ৫২(১)(খ)-এর বিধান অনুযায়ী ১৩-১১-২০২৩ তারিখের ৫৪.০০০.০০০০.০২৩.২৭.০০২.২৩-৩২ নং স্মারকমূলে আরোপিত "নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" গুরুদণ্ডের মেয়াদ ৩০-০৬-২০২৪ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে।

০৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: ফাহিমুল ইসলাম
সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন শাখা-০২

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৭ আষাঢ় ১৪৩৩/২১ জুন ২০২৬

নং **৪৭.০০.০০০০.০০০.০৩২.২৭.০০২.২৪.৩৮৫**—যেহেতু, জনাব মোঃ শিহাব উদ্দীন, সহকারী নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা (প্রাক্তন জেলা সমবায় কর্মকর্তা, ঢাকা)-এর বিরুদ্ধে জনাব মোঃ আলমাস হোসেন তুহিন কর্তৃক সমবায় অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সিন্ডিকেট গঠন, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা উপেক্ষা করে জমি বিক্রয় আদেশ, টেস্ট অডিট, নিয়োগ-পদায়ন বদলির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অভিযোগ দাখিল করা হয়। দাখিলকৃত অভিযোগটি এ বিভাগের কর্ম পরিধির সম্পৃক্ততা থাকায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে উল্লিখিত অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়;

০২। যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের বিষয়ে তদন্তের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে ০৩টি অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় জনাব মোঃ শিহাব উদ্দীন-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২(খ) এর (অ), (ই) এবং (ঙ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ'-এর দায়ে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয় এবং ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে জবাব দাখিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে জনাব মোঃ শিহাব উদ্দীন, সহকারী নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা (সাবেক জেলা সমবায় কর্মকর্তা, ঢাকা)-এর নিকট প্রেরিত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীতে উল্লিখিত অভিযোগসমূহের বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য পুনরায় ০৩(তিন) সদস্যের সমন্বয়ে তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয়;

০৩। যেহেতু, উক্ত তদন্ত বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে উত্থাপিত ০৩টি অভিযোগের মধ্যে ০১টি অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ জনাব শিহাব উদ্দীন তৎকালীন (২০২১ সালে) জেলা সমবায় অফিসার, নরসিংদী হিসেবে জেলা সমবায় কার্যালয়, নরসিংদী-এর আদেশ নম্বর: ৪৭.৬১.৬৮০০.০০০.৩৩. ০২১৩.৯৯-১৭, তারিখ: ০৬-০১-২০২১ উত্তর বিরামপুর বহুমুখী সমবায় সমিতি লি. নরসিংদী সদর, নরসিংদী-এর নিবন্ধন বাতিল আদেশ প্রত্যাহার সংক্রান্ত আদেশটি যথাযথ বিধি-বিধান অনুসরণ করে সম্পন্ন করেননি অর্থাৎ সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি ১১৯ এর উপবিধি (৪) লঙ্ঘন করে, ৮ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর নিজের এখতিয়ার বহির্ভূত ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন, যাহা প্রচলিত বিধি-বিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিমতে 'অসদাচরণ' এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

০৪। যেহেতু, তদন্ত বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে উত্থাপিত ০৩টি অভিযোগের মধ্যে ০১টি অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। প্রমাণিত অভিযোগটির বিষয়ে ১৯-০৪-২০২৬ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত শুনানিঅন্তে উক্ত বিভাগীয় মামলার অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন, উভয় পক্ষের লিখিত বক্তব্য প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করা হয়। সার্বিক বিষয় পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪ (২)(খ) উপ-বিধি মোতাবেক দণ্ড আরোপ করাই যৌক্তিক মর্মে প্রতীয়মান হয়;

০৫। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের তদন্ত ও শুনানিতে একটি অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিবেচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তার লিখিত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রমাণিত অভিযোগের ধরণ ও মাত্রা বিবেচনায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(খ) উপ-বিধি মোতাবেক দণ্ড আরোপ করাই যৌক্তিক বিবেচনায় বিভাগীয় মামলায় সমস্ত বিধিগত প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(খ) মোতাবেক তাকে ০৩(তিন) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার দণ্ড প্রদান করা হলো। ভবিষ্যৎ বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি এর কোনো বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

০৬। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৭.০০.০০০০.০০০.০৩২.২৭.০০৫.২৪.৩৮৬**—যেহেতু, জনাব মোঃ আবুল খায়ের, উপনিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। পুঁজিবাজারে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার লেনদেনে কারসাজি করার ফলে পুঁজিবাজারের সাধারণ বিনিয়োগকারীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, এবং এ কারসাজির ফলে তাকে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) কর্তৃক BSEC/Enforcement/3339/2022/1420, Dated October 30, 2022, BSEC/Enforcement/3349/2022/285, Dated March 21, 2024, BSEC/Enforcement/3567/2023 আদেশে যথাক্রমে ১.৫০ কোটি, ২০ লক্ষ ও ২৫ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ড প্রদান করা হয়েছে;

০২। যেহেতু, তার বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিংয়েরও অভিযোগ রয়েছে। তার নিজের ও পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক হিসাব বিএফআইইউ কর্তৃক তলব করা হয়েছে মর্মে অনলাইন “শেয়ার নিউজ" পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে;

০৩। যেহেতু, তিনি পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করার বিষয়ে সরকারের কোনো পূর্বানুমতি গ্রহণ না করে সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর ১৫ ও ১৭ বিধি লঙ্ঘন করেছেন;

০৪। যেহেতু, তিনি ঢাকার বনানীতে ফ্ল্যাট ক্রয়ের পূর্বে সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ না করে সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর ১২ বিধি লঙ্ঘন করেছেন;

০৫। যেহেতু, তার উপরোক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' (Misconduct)-এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাই তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কারণ দর্শানো নোটিশ জারি এবং ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে জবাব দাখিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলে তিনি বিগত ১৭-১১-২০২৪ তারিখে জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

০৬। যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় ২০-০১-২০২৫ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানিকালে জনাব মোঃ আবুল খায়ের-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের বিষয়ে উপস্থাপিত মৌখিক বক্তব্য, রেকর্ডপত্র এবং দাখিলকৃত জবাব পর্যালোচনায় সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় আনীত অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা, উপসচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ ব্যতীত জনাব মোঃ আবুল খায়েরের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অর্থ দণ্ডের বিষয়টি সুস্পষ্ট মর্মে উল্লেখ রয়েছে। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে পুনরায় ০৯-০৪-২০২৬ শুনানি গ্রহণ করা হয়;

০৭। সেহেতু, ০৯-০৪-২০২৬ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানিকালে জনাব মোঃ আবুল খায়ের-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের বিষয়ে উপস্থাপিত মৌখিক বক্তব্য, রেকর্ডপত্র এবং দাখিলকৃত জবাব পর্যালোচনা করা হয়। সার্বিক পর্যালোচনায় সরকারের পূর্বানুমতি না নিয়ে তিনি পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করেছেন যা সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর ১৫ ও ১৭ বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং ঢাকার বনানীতে ফ্ল্যাট ক্রয়ের পূর্বে সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ না করে সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর ১২ বিধি লঙ্ঘন করেছেন। তিনি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং উভয় বিষয়েই তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

০৮। যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিঅন্তে তদন্ত প্রতিবেদন, বিভাগীয় মামলার অভিযোগ, দাখিলকৃত জবাব, উভয় পক্ষের বক্তব্য, বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট নথি এবং অন্যান্য কাগজপত্রসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় জনাব মোঃ আবুল খায়ের, উপনিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' (Misconduct)-এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' দণ্ড প্রদান করা হলো।

০৯। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাং শওকত রশীদ চৌধুরী
সচিব।

স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৩ আষাঢ় ১৪৩৩/১৭ জুন ২০২৬

নং **৪৬.০০.০০০০.০০০.০৬৩.১১.০০০৩.২৫-৪৪৬**—স্থানীয় সরকার বিভাগের ১৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০০০. ০৬৩.২৭.০০০২.২৪-৯৯৮ নং প্রজ্ঞাপনের ৩১৩নং ক্রমিকে বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ পৌরসভায় প্রশাসক হিসেবে নিয়োগকৃত সহকারী কমিশনার (ভূমি), শিবগঞ্জ, বগুড়া এর পরিবর্তে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে পরবর্তী আদেশ না দেয়া পর্যন্ত শিবগঞ্জ পৌরসভার প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হলো:

জেলার নাম	পৌরসভার নাম	নিয়োগকৃত প্রশাসক-এর নাম ও পদবি
বগুড়া	শিবগঞ্জ পৌরসভা	উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা: শিবগঞ্জ, জেলা-বগুড়া

২। নিয়োগকৃত প্রশাসক স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০২৬ এর ধারা ৪২(ক) এর উপধারা (৩) মোতাবেক পৌরসভার মেয়র এর ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। নিয়োগকৃত প্রশাসক নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে এ দায়িত্ব পালন করবেন। দায়িত্ব পালনকালীন তিনি বিধি মোতাবেক দায়িত্ব ভাতা প্রাপ্য হবেন। এছাড়া, অন্য কোনো আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: সগীর হোসেন
উপসচিব।

এল এ মামলা নম্বর ২৫/১৯৭৭-৭৮

সংশোধনী ঘোষণা বিজ্ঞপ্তি (ফরম)

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ০৪ আষাঢ় ১৪৩৩/১৮ জুন ২০২৬

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৪৬.২৫.৯৭**—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ধারা মোতাবেক ০৮-০২-১৯৭৮ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার ৫ উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহের অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখল সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা: সিলেট, উপজেলা: সিলেট সদর, মৌজা: রায়নগর, জে.এল. নং: ৯৭।

দাগ নং	পরিমাণ (একর)
৬৫১ অংশ	০.০১০০
৬৫২ অংশ	০.০১২৫
৬৫৬ অংশ	০.০১০০
৬৫৪ অংশ	০.০৪৫০
৬৬৪ অংশ	০.০১০০
৬৬৮ অংশ	০.০০২৫
৬৭০ অংশ	০.০৯০০
৬৭২ পূর্ণ	০.০৮০০
৬৭৩ অংশ	০.১৭২৫
৬৭৬ অংশ	০.০৮৫০
৬৭৭ পূর্ণ	০.০৮০০
৬৭৮ অংশ	০.০৪০০
৬৭৯ অংশ	০.০২৫০
৬৮০ পূর্ণ	০.০৫০০
৬৮১ অংশ	০.০৫২৫
৮৭৮ অংশ	০.০০৭৫
৮৮৭ অংশ	০.০১০০
৮৮৮ অংশ	০.০০৫০
৮৮৯ পূর্ণ	০.০৮০০
৮৯০ অংশ	০.০০৫০
৮৯৩ অংশ	০.২১০০
৯০১ অংশ	০.২০০০
৯০১ অংশ	০.০৫০০
৯০২ অংশ	০.১৫০০
৯০৩ অংশ	০.০১০০
৯১২ অংশ	০.০২০০
৯৫৯ অংশ	০.২০০০
সর্বমোট =	**১.৭১২৫ একর**

** (বিস্তারিত দাগসূচি ও ভূমির নক্সা এই কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় সংশ্লিষ্ট নথির সঙ্গে সংরক্ষিত আছে)।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
উপসচিব।

এল এ মামলা নম্বর ২৭/১৯৭৮-৭৯

সংশোধনী ঘোষণা বিজ্ঞপ্তি (ঘ ফরম)

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ০৪ আষাঢ় ১৪৩৩/১৮ জুন ২০২৬

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৪৬.২৫.৯৭**—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ধারা মোতাবেক ১৬-০৩-১৯৭৯ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার ৫ উপধরা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহের অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখল সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা: সিলেট, উপজেলা: সিলেট সদর, মৌজা: রায়নগর, জে.এল. নং: ৯৭।

দাগ নং	পরিমাণ (একর)
৮৭৭ অংশ	০.০২২৫
৮৭৮ অংশ	০.০৫২৫
৮৭৯ অংশ	০.০১৬০
সর্বমোট = ০.০৯১০ একর	

** (বিস্তারিত দাগসূচি ও ভূমির নক্সা এই কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় সংশ্লিষ্ট নথির সঙ্গে সংরক্ষিত আছে)।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
উপসচিব।

এল. এ মামলা নং ৬৮/১৯৮০-৮১

ফরম ঘ

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ০৪ আষাঢ় ১৪৩৩/১৮ জুন ২০২৬

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০০৪.২৬-৯৮**—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৬-০৫-১৯৮১ খ্রি. তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক হুকুমদখল করা হইল।

তফসিল

জেলা: চট্টগ্রাম, উপজেলা: পটিয়া, মৌজা: বাহুলী, জে.এল. নং: ৯৬।

আর.এস খতিয়ান নং	আর.এস. দাগ নং	হুকুমদখলকৃত জমির পরিমাণ (একর)
৩৬১	১৫১১	০.০৯
১১৮৮	১৫১২	০.৩৩
৫৬৬	১৫১৩	০.০৭
৫৬৬	১৫১৪	০.০৪
৮৫২	১৫১৫	০.১২
৮৫২	১৫১৬	০.১১
৫১২	১৫১৭	০.২০
৫১২	১৫১৮	০.০৬
৩৭১	১৫১৯	০.১৫
৪২০	১৫২০	০.২০
৮২৯	১৫২১	০.০৮
৮২৯	১৫২২	০.০৬
৮২৯	১৫২৩	০.০৭
৮২৯	১৫২৪	০.০৩
৫৬৮	১৫২৫	০.৪১
৯৯৫	১৫২৭	০.৬৬
১২০১	১৫২৮	০.০৩
১২০১	১৫২৯	০.০৪
৮০৭	১৫৩০	০.৩১
৮০৬	১৫৩২	০.০৯
৮০৬	১৫৩৩	০.০৫
২২১	১৫৩৪	০.০২
৫১৩	১৫৩৫	০.০৪
৫১৩	১৫৩৬	০.২২
৫৬৬	১৫৩৭	০.১২
৫১৪	১৫৩৮	০.০৫
৩৬২	১৫৩৯	০.০৭
৭৯২	১৫৪১	০.০২
২০৭	১৫৪৫	০.০৬
৩৭৫	১৫৪৬	০.০৩
৫১২	১৫৪৭	০.০২
৫১২	১৫৪৮	০.০৮
৫১২	১৫৪৯	০.০২
১০০৩	১৫৫০	০.০৭
১০০৩	১৫৫১	০.০৭
১০০৩	১৫৫২	০.১৮
২২১	১৫৫৩	০.০৫
২২১	১৫৫৪	০.১৪
২২১	১৫৫৫	০.০৭
২২১	১৫৫৬	০.০৫
২২১	১৫৫৭	০.১৬
৮০৮	১৫৫৮	০.০৬
৮০৬	১৫৫৯	০.০৪
৮০৯	১৫৬০	০.০৩
৮০৯	১৫৬১	০.০৩
৮০৯	১৫৬২	০.০২
৮০৯	১৫৬৩	০.০২
৮০৯	১৫৬৪	০.০২
৮০৬	১৫৬৫	০.০২
৮০৬	১৫৬৬	০.০২
৫১৪	১৫৬৭	০.১২
৫১৩	১৫৬৮	০.১৪
৫১২	১৫৬৯	০.২০
৫১২	১৫৭০	০.০৪
৫১২	১৫৭১	০.০৪
৫১২	১৫৭২	০.০৪
৫১৩	১৫৭৩	০.১২
১০৮৮	১৫৭৪	০.০১
১০৮৮	১৫৭৫	০.০১

আর.এস খতিয়ান নং	আর.এস. দাগ নং	হুকুমদখলকৃত জমির পরিমাণ (একর)
১০৮৮	১৫৭৬	০.০১
১০৮৮	১৫৭৭	০.০১
১০৮৮	১৫৭৮	০.০১
৮০৯	১৫৭৯	০.০৭
৮০৯	১৫৮০	০.০৪
৮০৬	১৫৮১	০.০৬
৮০৯	১৫৮২	০.০৬
৬৬০	১৫৮৩	০.৬৩
২২১	১৫৮৪	০.১৯
৭৯৩	১৫৮৫	০.১০
৭৯৩	১৫৮৬	০.০৯
৭৯২	১৫৮৮	০.০৪
৯০৬	১৫৯০	০.৩২
৫১৪	১৫৯১	০.০৭
৫১২	১৫৯২	০.০৭
৫১৩	১৫৯৩	০.০৬
৯০৫	১৫৯৪	০.১০
৯৭৫	১৫৯৫	০.০৬
৯৭৫	১৫৯৬	০.৬৯
৮৫৩	১৫৯৭	০.০৪
৯৭৫	১৫৯৮	০.০১
৪৭২	১৫৯৯	০.৫৪
১০৮১	১৬০৩	০.০২
৬৪৮	১৬০৪	০.০৫
৬৪৮	১৬০৫	০.০৫
৬৪৮	১৬০৬	০.২৭
৮৫৩	১৬০৭	০.০২
৮৫৩	১৬০৮	০.৩২
৫১২	১৬০৯	০.২৪
৫১৩	১৬১০	০.২৩
৪৭২	১৬১১	০.২৭
৫৬৬	১৬১৫	০.০৮
মোট জমির পরিমাণ=		**১০.৫৪ একর**

মোট জমির পরিমাণ=১০.৫৪ একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
উপসচিব।

এল. এ মামলা নং ৭৭/১৯৬৬-১৯৬৭
ফরম ঘ
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫ (৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ০৪ আষাঢ় ১৪৩৩/১৮ জুন ২০২৬

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০০৪.২৬-৯৮**—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৯-০৩-১৯৬৮ খ্রি. তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক হুকুমদখল করা হইল।

তফসিল

জেলা: চট্টগ্রাম, উপজেলা: বাঁশখালী, মৌজা: বাঘমারা, জে.এল. নং: ৩৩।

আর. এস খতিয়ান নং	আর. এস. দাগ নং	হুকুমদখলকৃত জমির পরিমাণ (একর)
৪৯৫	১১৩৫	০.৪৮
৪৯৫	১১৬৫	০.০৭
৪৯৮	১১৬৬	০.১০
৬৬৯	১১৬৭	০.০৫
৬৬৯	১১৬৯	০.০৭
৬৮৬	১১৬৮	০.২৮
মোট জমির পরিমাণ=		**১.০৫ একর**

মোট জমির পরিমাণ=১.০৫ একর ভূমি মাত্র।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
উপসচিব।

এল. এ. মামলা নং ০৬/১৯৭৯-১৯৮০
ফরম ঘ
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫ (৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ০৪ আষাঢ় ১৪৩৩/১৮ জুন ২০২৬

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০০৪.২৬-৯৮**—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৫-০৭-১৯৮০ খ্রি. তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক হুকুমদখল করা হইল।

তফসিল

জেলা: চট্টগ্রাম, উপজেলা: সাতকানিয়া, মৌজা: বাজালিয়া, জে.এল. নং: ২৫।

খতিয়ান নং	আর.এস. দাগ নং	হুকুমদখলকৃত জমির পরিমাণ (একর)
৬৫৬	৫৩৭/৪৫১৭	০.০৪০০
৬৫৬	৫৩৭	০.০১০০
৬১১/১,৬১১/৭	৫৭০	০.৩২০০
৬১১/৫,৬১১/৭	৫৭২	০.৩২০০
৬৫৭/১	৪৫৪৩	০.০২০০
১৩০৬	৫৮১	০.০৬০০
১৩০৮	৫৭৮	০.০৫০০
মোট জমির পরিমাণ=		**০.৮২ একর**

মোট জমির পরিমাণ = ০.৮২ একর ভূমি।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
উপসচিব।

এল. এ. মামলা নং ১৩০/১৯৬৭-১৯৬৮

ফরম ঘ

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫ (৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ০৪ আষাঢ় ১৪৩৩/১৮ জুন ২০২৬

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০০৪.২৬-৯৮**—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৫-০৪-১৯৬৮ খ্রি. তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক হুকুমদখল করা হইল।

তফসিল

জেলা: চট্টগ্রাম, থানা: ডাবলমুরিং, মৌজা: উত্তর হালিশহর, জে.এল. নং: ০৯।

পি. এস. খতিয়ান নং	পি.এস. দাগ নং	হুকুমদখলকৃত জমির পরিমাণ (একর)
৭৫	২২৮ (আংশিক)	০.২২
৭৬	২২৯ (আংশিক)	০.২২
৭৭	২৩১ (আংশিক)	০.২৬
৭৭	২৩২ (আংশিক)	১.১০
৭৮	২৩৩ (আংশিক)	০.০৩
৭৮	২৩৪ (আংশিক)	০.৫০
১১২১	২৩৭৬ (আংশিক)	১.০০
মোট =		**৩.৩৩ একর**

মোট জমির পরিমাণ = ৩.৩৩ একর ভূমি মাত্র।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
উপসচিব।

এল. এ. মামলা নং ৭৪/১৯৭৯-১৯৮০

ফরম ঘ

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫ (৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ০৪ আষাঢ় ১৪৩৩/১৮ জুন ২০২৬

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০০৪.২৬-৯৮**—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২২-০১-১৯৮১ খ্রি. তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপধরা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক হুকুমদখল করা হইল।

তফসিল

জেলা: চট্টগ্রাম, উপজেলা: মিরসরাই, মৌজা: পাতাকোট, জে.এল. নং: ২৯।

আর. এস. খতিয়ান নং	আর.এস. দাগ নং	হুকুমদখলকৃত জমির পরিমাণ (একর)
২২	৮০৮	০.০৬০০০
২২	৮২৯	০.০৮০০
২৩	৭৯৭	০.৩২০০

আর. এস. খতিয়ান নং	আর.এস. দাগ নং	হুকুমদখলকৃত জমির পরিমাণ (একর)
২৬/৩	৮২৮	০.০৫০০
৪০	৫৪৮	০.০৯০০
৪৮	৫৯২	০.০৪০০
৪৮	৫৯৩	০.০৫০০
৪৮	৫৯৪	০.১২০০
৪৮, ৭২	৮৫৭	০.১৪০০
১৫১	৮০১	০.০১০০
২১৯	৮২৭	০.০৩০০
১৬৩	৮৯২	০.০৫০০
১৮৯	৩৯৫	০.০৩০০
২৫১	৫৯১	০.০৮০০
২৯৩	৪৭৬	০.১৭০০
৩৫৫, ৪০৫	৫৪৭	০.১২০০
৩৫৭	৪৮৪	০.২০০০
৪৫৯	৮৯৩	০.০৪০০
৪৫৯	৮৯৪	০.০৬০০
৪৫৯	৮৯৫	০.০৭০০
৪৬৭	৮৬৩	০.০২০০
৫৯৮	৪৮৫	০.১৩০০
৬৬৯	৩৪৬	০.১২০০
৬৮১	৩৯৯	০.০৪০০
৭৩৫, ৭৪৭	৮৫৮	০.০৩০০
৭৫৯	৭৯৬	০.০২০০
মোট জমির পরিমাণ =		২.১৭০০ একর

মোট জমির পরিমাণ = ২.১৭০০ একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
উপসচিব।

এল. এ. মামলা নং ১৮২/১৯৬৬-১৯৬৭

ঘ ফরম

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ০৪ আষাঢ় ১৪৩৩/১৮ জুন ২০২৬

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০০৪.২৬.৯৮**—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২০-০২-১৯৮০ খ্রি. তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে; এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার ৫ উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক হুকুমদখল করা হইল।

<u>তফসিল</u>

জেলা: চট্টগ্রাম, থানা: বাঁশখালী, মৌজা: শেখেরখীল, জে.এল. নং: ৬৬।

আর.এস. খতিয়ান নং	আর.এস. দাগ নং	হুকুমদখলকৃত জমির পরিমাণ (একর)
২৮৭	৫১৬৫	০.১৪০০
	৫১৯৮	০.০৭০০
৭২৪	৫১৯৯	০.১০০০
	৫২০০	০.৪৩০০
	৫২০২	০.৮৪০০
৭৮৪	৫১৭৮	০.২০০০
	৫১৮৫	০.৪৩০০
	৫১৮১	০.১৩০০
	৫১৭৯	০.০৬০০
	৫১৯৬	০.৪৪০০
	৫১৯৭	০.৬৬০০
	৫১৮০	০.২৪০০
	৫১৮৬	০.১৪০০
	৫১৯৫	০.১৫০০
মোট =		**৪.১৫০০ একর**

মোট জমির পরিমাণ = ৪.১৫০০ একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
উপসচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

মাদ্রাসা শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩/০২ জুন ২০২৬

স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যারের মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (মাদ্রাসা) কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক বদলি নীতিমালা-২০২৬

নং **৫৭.০০.০০০০.০৫৫.৯৯.০০৩.২৪-৬৭**—দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (মাদ্রাসা) কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক/ শিক্ষিকাগণের বদলির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বদলি কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যারের মাধ্যমে একটি নীতিমালার আওতায় বাস্তবায়ন হওয়া প্রয়োজন। তাই, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (মাদ্রাসা) কর্মরত এনটিআরসিএ সুপারিশপ্রাপ্ত এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য নিম্নোক্ত বদলি নীতিমালা-২০২৬ প্রণয়ন করা হলো।

১। **শিরোনাম:**

১.১ এ নীতিমালা “স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যারের মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (মাদ্রাসা) কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক বদলি নীতিমালা-২০২৬” নামে অভিহিত হবে।

১.২ এ নীতিমালা জারির তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

২। **প্রযোজ্যতা:**

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (মাদ্রাসা) এমপিওভুক্ত শিক্ষকগণের জন্য এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

৩। **বদলির সাধারণ শর্তাবলি:**

৩.১ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠানভিত্তিক শূণ্য পদের চাহিদা/বিবরণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে প্রকাশ করবে।

৩.২ প্রকাশিত শূন্য পদের বিপরীতে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর বদলির আবেদন আহ্বান করবে।

৩.৩ সমপদে পদ শূন্য থাকা সাপেক্ষে, প্রতি বছর সরকার কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন গ্রহণ, বদলির আদেশ জারি ও নতুন কর্মস্থলে যোগদান কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।

৩.৪ আবেদনকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা তাঁর আবেদনে উল্লেখকৃত নিজ জেলাসহ প্রয়োজনে পারিবারিক সুবিধার্থে যে কোনো জেলায় বদলির আবেদন করতে পারবেন।

৩.৫ একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা শুধুমাত্র সমমানের/সমস্তরের মাদ্রাসায় সমপদে বদলির আবেদন করতে পারবেন।

৩.৬ প্রথম যোগদানের পর চাকরি দুই বছর পূর্ণ হলে বদলির আবেদন করার জন্য যোগ্য হবেন।

৩.৭ একজন শিক্ষক কর্মজীবনে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বার বদলি হওয়ার সুযোগ পাবেন।

৩.৮ একটি শূন্য পদের জন্য একাধিক আবেদন পাওয়া গেলে, নিম্নোক্ত অগ্রাধিকার বিবেচনা করতে হবে:

(ক) নারী

(খ) দূরত্ব

(গ) স্বামী/স্ত্রীর কর্মস্থল (সরকারি/আধা সরকারি/ স্বায়ত্বশাসিত/ এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)

(ঘ) জ্যেষ্ঠতা

৩.৯ চাকরির জ্যেষ্ঠতা সর্বশেষ জারীকৃত জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী গণনা করা হবে।

৩.১০ একটি পদের জন্য প্রতিযোগী সকল আবেদনকারীর কর্মস্থল একই উপজেলায় হলে তাদের বর্তমান কর্মস্থলের দূরত্ব সংশ্লিষ্ট উপজেলার কেন্দ্র হতে গণনাপূর্বক সকলের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৩.১১ একটি পদের জন্য প্রতিযোগী আবেদনকারী বিভিন্ন উপজেলার হলে তাদের কর্মস্থল যে উপজেলায় সে জেলার কেন্দ্র হতে বর্তমান কর্মস্থলের দূরত্ব গণনাপূর্বক সকলের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৩.১২ একটি পদের জন্য প্রতিযোগী আবেদনকারী বিভিন্ন জেলার হলে তাদের কর্মরত প্রতিষ্ঠান হতে বিভাগীয় শহরের কেন্দ্র এর দূরত্ব গণনা করতে হবে।

৩.১৩ দূরত্ব পরিমাপের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মডেল অনুসরণ করা হবে।

৩.১৪ অসম্পূর্ণ বা ভুল তথ্য সম্বলিত আবেদন বিবেচনাযোগ্য হবে না। ইচ্ছাকৃত ভুল প্রমাণিত হলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

৩.১৫ বদলির কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর এনটিআরসিএ অবশিষ্ট শূন্য পদে নিয়োগের সুপারিশ চূড়ান্ত করবে।

৩.১৬ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বছরে ০২ (দুই) জন শিক্ষক বদলির সুযোগ পাবেন। তবে একই বিষয়ে একজনের অধিক শিক্ষক বদলির সুযোগ পাবেন না। (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

৩.১৭ আবেদনকারী শিক্ষক–শিক্ষিকা বদলির আবেদনে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) টি কাঙ্খিত প্রতিষ্ঠানের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন।

৩.১৮ বদলি হয়ে নতুন কর্মস্থলে যোগদানের পর ন্যূনতম দুই বছর কর্মে নিয়োজিত থাকার পর পরবর্তী বদলির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

৩.১৯ সরকার জনস্বার্থে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বদলি করতে পারবে।

৪। **বদলির আবেদন নিষ্পত্তিকারী কর্তৃপক্ষ:**

৪.১ মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বদলির আবেদন নিষ্পত্তি হবে।

৫। **আবেদন নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া:**

৫.১ বদলির সমগ্র প্রক্রিয়া সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে।

৫.২ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অনুমোদনক্রমে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর সফটওয়্যার তৈরি ও অনলাইন আবেদনের ফরম্যাট নির্ধারণ করবে।

৫.৩ বদলিকৃত শিক্ষকের ইনডেক্স পূর্বের প্রতিষ্ঠান থেকে বদলিকৃত প্রতিষ্ঠানে অন-লাইনে ট্রান্সফার হবে।

৫.৪ বদলিকৃত শিক্ষকের এমপিও ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি এবং জ্যেষ্ঠতার ধারাবাহিকতা পূর্ববৎ বজায় থাকবে।

৬। **বিবিধ:**

৬.১ বদলির আবেদন অধিকার হিসাবে দাবী করা যাবে না।

৬.২ বদলিকৃত শিক্ষক কোনো ধরনের টিএ/ডিএ পাবেন না।

৬.৩ আদেশ জারির ১০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বদলিকৃত শিক্ষকের অবমুক্তি নিশ্চিত করবেন।

৬.৪ অবমুক্ত হওয়ার পরবর্তী ১০ দিনের মধ্যে নতুন কর্মস্থলে যোগদান করতে হবে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান যোগদানের তথ্য চেয়ারম্যান, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) ও মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর-কে অনলাইনে অবহিত করবেন।

৬.৫ অবমুক্তি হতে যোগদান পর্যন্ত দিবসগুলো কর্মকাল হিসেবে গণ্য হবে।

৬.৬ স্টপ পেমেন্ট, সাময়িক বরখাস্ত ও ফৌজদারি মামলা চলমান থাকলে তিনি বদলির যোগ্য হবেন না।

৭। **রহিতকরণ:**

এ নীতিমালা জারির পর কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখের ৫৭.০০.০০০০.০৫৫.৯৯.০০৩.২৪-১৩৬ নং স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত "স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যারের মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা (মাদ্রাসা) প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এনটিআরসিএ সুপারিশপ্রাপ্ত এমপিওভুক্ত শিক্ষক বদলি নীতিমালা-২০২৪" এতদ্বারা রহিত করা হলো।

৮। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রয়োজনে এ নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৯। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ নীতিমালা জারি করা হলো।

মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি
সচিব।